।। আল্লাহর নামে আরম্ভ করিলাম ।।

প্রেমের তরঙ্গ

আমিন গীতিকা

মরমী গোষ্ঠীর জন্য
সংগ্রহ
জাহেদ সরওয়ার
২০জুন-২০০৫ খ্রিঃ।

= রচনায় =

সৈয়দ আমিনুল হক ধর্ম্মপুরি,

= প্রকাশক =

মোহাম্মদ ইমুচ মিয়া ড্রাইভার

প্রকাশ : গোলাম আলী গোমস্তার বাড়ী

গ্রাম : ধর্ম্মপুর, ডাকঘর : আজাদী বাজার,

উপজেলা : ফটিকছড়ি, জিলা : চট্টগ্রাম।

সায়েরের কাহিনী ও পরিচয়

সৈয়দ আমিনুল হক ধর্ম্মপুরী, পিতা মৃত সৈয়দ আবিদুর রহমান ধর্ম্মপুরী, প্রকাশ: রছদ আলী মাষ্টার বাড়ী, গ্রাম: ধর্ম্মপুর, ডাকঘর: আজাদী বাজার, উপজেলা: ফটিকছড়ি চট্টগ্রাম। হজরত গাউছুল আজম মাইজ ভাণ্ডারী মাওলানা শাহ ছুপী সৈয়দ গোলামুর রহমান (কুঃ) প্রকাশ বাবাজান কেবলা কাবার বশারতে গান গাওয়ার নির্দেশ পাইয়া ইহার পর থেকে আমি মাওলার মেহেরে অনেক গান রচনা করিয়াছি, তার মোট তিন খণ্ড বই ছাপানো হইল, এস্কে রহমান প্রথম খণ্ড, এস্কে রহমান দ্বীতিয় খণ্ড, প্রেমের তরঙ্গ, এই তিন খণ্ড বই লিখিয়া সকল আশেকানের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলাম। আশাকরি আমার রচিত মন মাতানো গানগুলি পাঠ করিলে আশেক ভাইদের রুহের খোরাক পূর্ণ হইবে। মাওলার প্রেমের তরঙ্গ জাগিয়া উঠিবে। সকল আশেকান ভাইয়েরা আমার রচিত গানগুলি পাঠ করিয়া দয়াল বাবা ভাণ্ডারীর শাহি দরবারে হাদীয়ারে কালাম বকসিস পোঁছালে আমি অধীনের জীবনকে সাফল্য মনে করিব।

ইতি—সৈয়দ আমিনুল হক ধর্ম্মপুরী

= নিবেদন =

প্রিয় বন্ধুগণ আমার বাল্য জীবন হইতে বহু পরিশ্রমের পর তিন খণ্ড বই এস্কে রহমান প্রথম ও ২য় খণ্ড এবং প্রেমের তরঙ্গ ৩য় খণ্ড গানের বই লেখিলাম, কোনও মহতের সম্মুখে ভুল ত্রুটি ধরা পড়িলে তাহা আপন গুণে ক্ষমা করিয়া আমার রচিত গানের বইগুলি সাদরে গ্রহন করিবেন।

অতএব, সবার নিকট আমার আবেদন রইল যে রচনায়ক অথবা প্রকাশক ছাড়া অন্য কেহ এই বই নকল করিয়া ছাপাইবেন না। আমার নামের জায়গায় অন্য গায়কের নাম দিয়া এই গান পাঠ করিলে আল্লাহ ও রাছুলের নিকট দায়ী থাকিবেন।

আরজ গুজার—
সৈয়দ আমিনুল হক ধর্ম্মপুরি

১ নং—গান

(তাল দাদরা) হালকার সুর

সালাম জানাই শ্রীচরনে দয়াল বাবা মাইজভাণ্ডারী
কবুল করও দাসওগণে আজিজি ও এনকে চারি।
হক ভাণ্ডারী নামও ধরি, সজিদা কালাম ও করি,
প্রসংশা দরুদও পরি, নিত্য তোমায় স্মরণ করি।
তুমি হর্ত্তা তুমি কর্ত্তা তুমি জীবের পরম আত্তা,
তুমি দয়াল তুমি দাতা সবাই করও রহম জারি।
মাওলা তোমার আজব কাণ্ড, সৃষ্টি করি এ ব্রম্মাণ্ড,
সবার মাঝে তোমার ভাণ্ড, রাখিয়াছ বিশ্বজুরি।
মিশিয়া মানব ছুরুতে, আজ তুমি নানান মতে,
কেউ দোজখি কেউ জান্নাতি, ধরতে গেলে লুকুচুরি,
আপন এস্কে হই উতালা অনন্ত মহিমার লিলা,
খেলিতেছ প্রেমের খেলা, সৃষ্টি করি নর ও নারী।
তুমি এই জগতের স্বামি, আছ ও সবার অন্তর যামি,
নেকি বদি সবই তুমি, পাড়ে.. বেলা পাড় কাণ্ডারী।
আমিন বলে যত ইতি, সকলি তোমারি সিদ্ধি,
ছল ছাতুরি কাষ্য রিতি, ভাবনা করে ধর্ম্মপুরি।

২ নং—গান

(তাল দাদরা) ভাণ্ডারী সুর

গাউছে ভাণ্ডারী বাঁশি বাজে গনে গণ,
শুমাস্ত গোপিক্রার কুল হইলরে চেতন।
বাঁশি বাজে নব সুরে, ধনি গেলও আর্শ পুরে,
নাচনা করে বাঁশির সুরে, আপেনি রঞ্জন।
আউলিয়া আম্বিয়া যত, বাঁশির সুরে হয় মোহিত,

জিনও ইনচান অবিরত, মনও উচাটন।
যোগি ঋসি দেবও গনে, বসিয়া বিজনও বনে,
রইতে নারে বাঁশির টানে, হইল জাগরণ।
চন্দ্র সুর্য গ্রহ তারা, হুর গেলমা ফেরেস্তারা,
বাঁশির সুরে মাতোয়ারা, পুলকিত ও মন।
হায়া কি তার বাঁশির শান, আকাশ পাতাল কম্পমান,
আর্শ কুরছি লহু কলম, কাঁপে ত্রিভুবন।
স্তনি তার মোহন বাঁশি হীনও আমিন হই উদাসি,
তালাশ করে দিবা নিশি প্রীর মাস্কুক্ ধন।

৩ নং—গান

(তাল কাশ্মিরী) ভাণ্ডারী সুর

মাইজ ভাণ্ডারী, নুর নগরী, বাবা মাওলা ধন,
প্রেম অ' এনে জালাই মারও সারাট জীবন।
নাম ধইরাছ রহমান দয়ার সীমা নাই,
খালি হাতে কেউ ফিরেনা তোমার কাছে যাই,
কেবল আমার বেলা দয়া দানে কেনও হও কৃপন।
কইরে ছিলাম প্রেম পিরীতি সুখ পা৽.ার আশে,
খুইজে পাইনা সুখ্যও আজি গেলও কোন দেশে,
দুঃখে দুঃখে গেলও আমার সারাটি জীবন।
তোর পিরীতি এত জালা আগে জানিতাম,
মন প্রাণও চরণ তলে সইপে নাদিতাম,
না করিতাম ভালবাসা পিরীতি কখন।
তোমারে না ভজে যারা দেকি সর্ব্বটাই,
ধনে জনে সুখী রাখি নিচেছ তরাই
তোমার আশেক যারা সবর্বহারা রইল সর্ব্বক্ষণ।
বুঝিতে না পারি মাওলা তোমার ছলনা,

কারে হাঁসাও কারে কাঁদাও আজব বাহানা,
(আবার) মজনু হালে রাখও কারে গহিন ও কানন।
হীনও আমিন ধর্ম্মপুরির এই প্রার্থনা,
পরদা খুলি দাওহে দেখা বাবা মাওলানা,
(তোমার) দেখলে পরে যাবে দুরে, সকল জালাতন।

3 নং গান

(তাল কাহার বা) ভাণ্ডারী সুর ত্রিপদি

(আজি) দমে দমে ইচ্ছামত ডাকও ভাণ্ডারী,
সেই বিনে তোর কে নিবে আর বিপদ উদ্ধারি।
ঐ নাম ভুলে যাইওনা, সদাই করও জপনা,
আমার বাবা মাওলানা,
সেত নিদান বন্ধু কৃপা সিন্দু পারের কাণ্ডারী। ঐ
ঐ নাম রাখিলে স্মরন, বিপদ করিবে মোছন,
দরাল বাবা গাউছে ধন,
এক পলকে লাখে লাখে দিবে পার করি।
ঐ নাম যদি করও ভুল, শেষে হারাবি দুই কুল,
মাওলা অকুলেরি কুল,
ঐ নামেতে দুই কুলেতে সাবিরে তরি।
আমার মাওলা রহমান, তিনি নুরেরও নিশান
বাবা সৈয়দে সুলতান,
পাপি তাপির হাল হাছানি দেখ বিচারি।
অধীন আমিনের বচন, করি এই নিবেদন,
যেনও পাই তোমার চরণ,
চরণ আশে বইসে আছে এই ধর্ম্মপুরি।

৫ নং গান

(তাল কাহার বা) দেহতত্ব চৌপদি

মন আমার দেহ ভাণ্ড, আজব কাণ্ড, কোন কারিগর
বানাইছে,
কথা কয়না, ধরা দেয়না, সেই ভাণ্ডেতে লুকিয়াছে।
দেহ ভাণ্ড দশটি জিলা আরও আছে নয় থানা,
গোপনে এক খানা আছে সবাই সন্ধান জানে নারে,
সবাই সন্ধান জানে না,

দারগা বাবু চতুর কত, আসল কথা বলে নাত,
না হইলে মনের মত, যাইতে দেয়না থানার কাছে।
তিনশ ষাইট্‌টি গ্রাম আছে বাহাত্তর হাজার ঘর বাড়ী,
সেই থানাতে ষোলজনা আছে পুলিশ পহরিরে
আছে পুলিশ পহরি,

দশে ছয়ে ষোল জনা, পুলিশ গনে মিল পরেনা,
দারগা বলে কি যন্ত্রণা, পইরা গেলাম মোহা পেছে।
চারজন আছে কনেষ্টবল রইয়াছে শহর বেরি,
চৌদ্দটি হয় জেলখানা তার দশটি আছে কাছারিরে
দশটি আছে কাছারি,

দুই দিকেতে দুই মুহরি, লেখিতেছে সব ডায়রি,
মন রলি তুই ঘুমে পরি, গেলিনা সেই দেশের কাছে।
পঞ্চ জজে বিছার করে আট জনা হয় জুরি,
দিবানিশি ভাবনা করে আইনের খাতা বিচারিরে
আইনের খাতা বিচারি,

আইন দলিলে বিচার করে, দোসি পাইলে আসামিরে
ঢুকাইয়া দেয় জেলের ঘরে, জজ সাহেবের রায় রইয়াছে।
সপ্ত তালায় ফুল বিছানা মধ্য তালায় বসিয়া

খোদ মালিকে খবর লয়রে হাওয়ার টেলি চালাইয়ারে
হাওয়ার টেলি চালাইয়া,
আমিন বলে মালিকেরে, ভাণ্ড যদি রাখতে পারে,
দোসি হয়না শেষ বিচারে, হাইকোটের ভয় রয়না শেষে।

৬ নং গান

(তাল দাদরা) দেহতত্ত

আজব কলের ঘর বন্ধুয়ার আজব কলের ঘর,
সেই ঘরেতে বিরাজ করে জগত পতি বিশ্বেশ্বর।
মুলে তিনশ ষাইট জোরা,
সব জোরাতে রইয়াছে তার ইস্কুরুপ মারা
দুইশ ছয়খান কুটি আনি লাগাইল ঘরের ভিতর।
তার আছে বাহাত্তুর হাজার,
লাইনে লাইনে পিট করিল সেই কুটির মাজার,
ফলকে ফলকে বন্ধু মিনিটেতে লয় খবর।
চার কুতুব ঘরের গাতনি,
আগুন পানি মাটি বাতাস চামড়াদি ছানি,
বৃষ্টি বাদল হাওয়া তুফান ঢুকেনারে তার ভিতর।
নয় খানা আছে তার ভিতর,
এক খানায় দরজা বন্ধ তাকে বরাবর,
চাইর মোকামে মালের গুদাম মিশিনারি তার ভিতর
পুলিশ ষোলজনা তার,
দিবানিশি পাহাড়া দেয় গুদামের মাজার
ঘ্যান দারগা থানায় বসি মালামালের লয় খবর।
আছে পাঁচ ইঞ্জিনিয়ার
নাভি মুলে বসাইয়াছে আগুনের বয়লার
নিচে আগুন মধ্যে পানি হাওয়ার ষ্টিম তার উপর।
প্রাণ বন্ধুয়া রসিকা নাগর,

প্রেম কাছারি বালা খানা কত মনোহর,
মাটির ঘরে সোনার পুরি দেখতে লাগে কি সুন্দর।
আমিন কয় ভেবে অন্তরে,
আপন ঘরে গোপন বন্ধু কে তালাশ করে
একুশ হাজার ছয়শ বারে চলে ইনজিন বরাবর।

৭ নং গান

(তাল খেমটা) বিচ্ছেদ

পরাণে বন্ধুরে তোমার লাগিয়ারে
হইলাম কুলের কলংকিনি।
বইল কদম তলা, বসিয়া নিরালা,
ইসারায় ডাকিলা তুমি,
গিয়াছি দারেরে, জড়াই ধরিলরে,
প্রেম সোহাগে আদরিনি।
পিরীতি করিয়া, বন্ধু গেল চলিয়া
কেমনে রই একাকীনি,
ধর্য্য না মানেরে, আমার পরানেরে,
বানাইয়া গেল উদাসিনি।
শুইলে শয্যার পরে, ঘুমে নাহি ধরে,
ঝরে দুই নয়নের পানি,
যৌবন ও বয়সেরে, বন্ধু নাই কাছেরে
কারে লই পোহাব রজনি।
বন্ধুয়ার পিরীতি, পাগল হই জগতে,
কুল ও মান করিলাম হানি,
দরদি কেহ রে, নাহি সংসারে রে,
বুঝাইতাম দুঃখের কাহিনি।
পাইলে বন্ধুয়ারে, নিয়া প্রেম বাসরে,

বুকেতে লইতান টানি,
আলিঙ্গন করিবে, অধর চুমিয়ারে
জুরাইতাম বিরহের আগুনি।
বন্ধুয়া বি[illegible]ন, বাঁচি বা কেমনে,
বন্ধু মোর নয়নের মনি,
আমিনে কাতরে, ডাকে তোমারে রে
বুকেতে আসও গুনমনি।

৮ নং—গান

(তাল গৌর খেমটা) বিচ্ছেদ

প্রেম কইরা কি এই ছিল কপালেরে বন্ধুয়া
প্রেম কইরা কি এই ছিল কপালে।
(বন্ধুরে) প্রেম করিলাম সুখের লাগি,
এখন হইলাম দুঃখের ভাগি,
আপন জনা সবাই মন্দ বলে,
কার কাছে বা দেখাই ব্যাথা, কেউ বুঝেনা মনের কথা,
ব্যাথায় ব্যাথিত পাইনা ভুমণ্ডলেরে বন্ধুয়া।
(বন্ধুরে) তোমা[illegible]ক জানিয়া আপন,
হইয়াছি সমাজের দুশমন,
শাম কলংকের মালা আমার গলে,
যার কারণে এত কষ্ট, সে যদি না করে তুষ্ট,
এই দুঃখ কি যাবে কোনও কালেরে বন্ধুয়া।
(বন্ধুরে) তোর পিরীতির এই কি রীতি,
সারা জীবন হয় দুর্গতি, বুকও ভাসে নয়নের জলে,
কাঁন্দি কাঁন্দি হইলাম অন্ধ, আসিল না প্রাণবন্ধু
আর কত কাঁন্দাবি ডালে ডালেরে বন্ধুয়া।
(বন্ধুরে) তুমি যদি না চাও মোরে,
আমি বন্ধু চাই তোমারে,

প্রাণ দিয়াছি তোমার চরণ তলে,
হবেনারে ছাড়াছাড়ি, দোহাই দিয়া মাইজভাণ্ডারী,
পাড়ি দিব পুল ছেরাতের পুলেরে বন্ধুয়া
(বন্ধুরে) আমার ঘরে তুমি রহ
আমি দেহ তুমি রুহ
পবিত্র কোরানে বলে,
তুমি আমার প্রাণ ও সখা, কোন কারনে দাওনা দেখা,
বিচার হবে শেষ বিচারের কালেরে বন্ধুয়া।
(বন্ধুরে) হীনও আমিন হই উদাসি,
গলাতে মোর প্রেমের ফাঁসি,
প্রেম আগুনে সদা অঙ্গ জলে,
কেনও আছও পরদায় ডাকা, একবার আসি দিলে দেখা,
সকল জালা যাইতাম আমি ভুলেরে বন্ধুয়া।

৯ নং গান

(তাল কাশমিরি) চৌপদি স্বর

আশেকের ভেদ মাস্তুক জানে
মাস্তুকের ভেদ আশেক পায়,
দিলের খবর জানেন বাবা মাওলানায়।
পাপি তাপি তরাইতে, জাহের হল এই ভবেতে
মাইজভাণ্ডার দরবারেতে খেলিতেছে আলেক সাই,
সেত মানুষেরি রূপ ধরিয়া মানুষকে দেয় পার করাই।
গাইন লামে মিম দিয়া, ছলনায় গেলাম বনিয়া
খোদে খোদ রহমান হইয়া খেলিতেছে সর্বটায়
মিমের আরে লিলা করে ধ্যান নয়নে দেখা যায়।
না চিনিলে ভাণ্ডারীরে, না জানি কি হয় হাসরে,
কে তরাবে আশেকিরে, কঠিন নিদানের বেলায়,

রহমানি দামান ছাড়া ছায়া দিবার কেহ নাই।
হক ভাণ্ডারী নাম স্মরনে, কি করে লাখও দুশমনে,
জীবন মরণ দুই জাহানে, সুখের কোন সীমা নাই,
যে চিনিল সে কিনিল মাইজভাণ্ডারের মুল কানাই।
যে চিনিল ভাণ্ডারীরে, ভব জালা গেল দুরে,
নিত্য রসে খেলা করে, প্রেম আনন্দে ভেসে যায়,
কত গাউছ কুতুব মুনি ঋষি প্রেম ভাণ্ডারের মধু খায়।
হীনও আমিন ভেবে বলে, মাইজভাণ্ডারীর চরণ তলে;
ভক্তিভাবে প্রাণ সপিলে অধর চাঁদকে ধরা যায়,
দেখবি নুরে খেলা করে, এক বিনে দ্বিতীয় নাই।

১০ নং গান

(তাল কাশমিরি) ত্রিপদি স্বর

তোরা দেখবি যদি খোদার ঘর,
মাইজভাণ্ডারীর নুরি চরণ ধর।
ঐ চরণে ভক্তি দিলে হবে দাসের হজ আকবর।
মাওলানা রুমিরও বাণি, দলিল লিখেছেন তিনি,
মজনবী কিতাবে আছে খুঁজলে দেখছনি,
অলি আল্লার দেহ খানি হাকিকি মসজিদের ঘর।
ভবে যত মসজিদ রয়, নামের উপাসনা হয়,
হাকিকি মসজিদের ঘরে স্বয়ং খোদা রয়,
ঐ মসজিদে সজিদা দিলে আজাব গজব কিসের ডর।
বন্ধু করেন অনুভব, যত মসজিদ আছে সব,
অনুমানে সাধন ভজন আসলে নাই রব,
খোদার মুমিনের কলব, বলছে দিনের পয়গাম্বর।
যত আলেম ফাজেলে,
দেখি মহি মজলে, ফকির দেখলে হিংসা করে নামাজের বলে,

(তখন) আসল কথা দেখাই দিলে জগড়া বাজে বরাবর।
নামাজের অর্থ জাননি, যাহা হাদিছের ব্যানি,
কলব শুদ্ধ না হইলে নামাজ হবেনি,
সজিদা দিলে অনুমানি, সয়তানি হয় বরাবর।
যত আলেম মুনসির দল, সবাই সোজা পথে চল,
বরজখ চারা নামাজ পরলে হবি রসাতল,
গুরুগুণে মিলবেরে ফল, নয় যাবি দোজখের ঘর।
অধীন আমিনে বলে, বন্ধু শুনেন সকলে,
কামেল পীরের তওয়াজ্জাতে কাসপ যায় খুলে,
মাইজভাণ্ডার দরবারে গেলে, দেখতে পাবি বিশ্বেশ্বর।

১১ নং গান

(তাল দাদরা) ভাণ্ডারী সুর

দয়ালু ভাণ্ডারী বিনে কে করিবে পার,
আল হাছানি মাইজ ভাণ্ডারী জগতের নিস্তার।
হক ভাণ্ডারী নামের বলে, আছমান জমিন হেলে,
নদীর পানি উজান চলে, কাঁপে এই সংসার।
খাঁটি আশেক যেই জনা, ভব পারে ভয় থাকে না,
আশেক ছাড়া পার করে না, প্রেমিক যদি হইতে পারে
পার হইয়া যায় আঁখির টারে, ভয় থাকে না তার।
ঈমানের ঘর হলে চুরি, পার করেনা মাইজ ভাণ্ডারী,
আশেক ছাড়া প্রেমের তরী, ভাগ্যে নাই সবার।
লাগাইয়া ঈমানের ডুরি, বসে থাকও স্মরণ করি,
গাউছুল আজম মাইজ ভাণ্ডারী, পারেরি কাণ্ডার।
তওয়াক কলের রসি দিয়ে, চরণে তার গুণ লাগাইয়ে
চেয়ে থাকবি অবাক হইয়ে, এলাহি কারবার।
আমিন বলে ষোলআনা, প্রাণ না দিলে বন্ধু পায়না,
এই দুনিয়ার বেচাকিনা সকলি অসার।

১২ নং গান

(তাল দাদরা) ভাণ্ডারী সুর

মরন কালে স্মরণ যেনও থাকে তোমার নাম
ছকরাতুল মউত ঐ দিন আসিবে নিদান।
মরণ দেখি লাগে দ্বন্দ, চক্ষু মুদে জবান বন্দ,
হেনও কালে কৃপা বন্ধু, কৃপা করও দান।
তুমিত দয়ার সিন্ধু, অপার করুণা বন্ধু,
মরন কালে হয়না বন্দ যেনও মোর জবান।
যদি জবান বন্ধ হইব, কি করি তোর নাম জপিব,
কোন নামে সুপিয়া দিব, দাসগণের প্রাণ।
হক ভাণ্ডারী নাম জপিতে, প্রাণ যেনও যায় নামের সাথে,
প্রমাণ যেনও রয় জগতে, তোমার আশেকান।
আজরাইলও আসিবে যখন, পরাণ করিতে হরন,
সম্মুখে থাকিও তখন, আহাম্মদ রহমান।
ঈমান হরিয়া নিতে, সয়তান আসে ধুকা দিতে,
ঐ সময় যেন বরজগতে, থাকে মোর ধ্যান।
পাপে তাপে কর্মনাসা, হারাইয়াছি সব ভরসা,
কেবল মাত্র আছে আশা, তুমি রহমান।
ভবে হইলাম সাহেব বাবু, না চিনিলাম তোমায় প্রভু
আমিন কাঁন্দে হইয়া কাবু, ঘনাইল তুফান।

১৩ নং গান

(তাল খেমটা) ভাণ্ডারী সুর

দাসের ভয় কি আর,
পার কাণ্ডারী গাউছে মাইজ ভাণ্ডার।
যেই দিক হেরি সেই দিক দেখি গাউছে বাবার প্রেম দরবার।
মাইজ ভাণ্ডারে যাইতে আমার মন হইয়াছে রওয়ানা,
মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র কারো বাধা মানেনা,

মন হইয়াছে উড়াল পাখি পিঞ্জিরায় টিকেনা আর।
মাইজ ভাণ্ডার দরবারে আছে মালিকের ঠিকানা,
যে চিনিল সে মজিল ভাবে হইল দেওয়ানা,
নারী বাড়ী ধার ধারে না প্রেম সাগরে দেয় সাতার।
আসল ধনে ধনী যারা বর্ত্তমানে দেখিয়া,
অনুমান বিশ্বাস করেনা রূপের ঘরে মজিয়া,
প্রেম তরঙ্গে খেলা করে নিত্য নতুন গুল বাহার।
মাস্তুক প্রেমের আশেক যারা স্বর্গ-নরক চিনে না,
মাস্তুক হয় তার মনের মকছুদ মাস্তুক তার কামনা,
আমার মনে এই ভাসনা করিতে মাস্তুক দিদার।
যে চিনিল ভাণ্ডারীরে তার নাইরে আর কোন ভয়,
সে পাইয়াছে আউয়াল আখের খোদ মাস্তুকের পরিচয়,
জিন ও ইনছান হুর ফেরেস্তা তার চরণে তাবেদার।
প্রেমের ফাঁদে সবাই কাঁন্দে হীন অমিন বেচারা,
না চিনিলাম ভাণ্ডারীরে হইয়াছি কপাল পোড়া,
ভবের নিশা গেল দিশা পাইলাম নারে কুল কিনার।

১৪ নং গান

(তাল দাদরা) ভাণ্ডারী সুর

মাইজ ভাণ্ডারে খোদার আসন চিনলিনারে মন,
গুরু ধরি তত্ত্ব জানও চিনবিরে তখন।
দেখবি গেলে মাইজ ভাণ্ডারে, দরবার শরীফ তার ভতরে।
খোদে খোদা বিরাজ করে মূলে নিরাঞ্জন।
খাঁটি গুরু না হইলে, তত্ত্ব পায়না কোন কালে,
অন্ধ লোক গুরু সাজিলে বিফলে মরণ।
খাঁটি গুরুর চরণ ধরও, বরজখ সেনাক্ত, করও
খেদমতে সে পাইতে পারও অমূল্য রতন।

গুরুগুনে ভাগ্য মিলে, হৃদয় চক্ষু যাবে খুলে,
অন্ধকারে মানিক জ্বলে, দেখবি নিরাঞ্জন।
আহাদ আহাম্মদি শানে, প্রকাশ হইয়া এই ভুবনে,
করে ..া রহমান নামে, রহমত বর্ষন।
জাতের ঘরে জাত মিশিলে, মিমের পরদা উঠাইলে,
দেখতে পাবি প্রেমের ছলে দুই জনে একজন।
রহমান মনজিলের ঘরে, পঞ্চ রূপের খেলা করে,
ছায়া চারা কায়া ধরে, অপূর্ব্ব গঠন।
হীনও দাস আমিনে বলে, লাভ কি হবে গুরু হলে,
পরমের ভেদ না জানিলে, শেষে জালাতন।

১৫ নং গান

(তাল কাহার বা) ি পদি বিচ্ছেদ সুর

ছোট কালে প্রেম করিয়া যৌবন কালে না পাইলাম।
কোথায় রইলা প্রানের বন্ধু কালাচান।
হার নয়নের ইশারাতে কাছে নিলা ডাকিয়া,
মনপ্রান হরিয়া নিলা মোহন বাঁশি বাজাইয়া,
কাছে বসি লইয়া বাঁশি মধুর স্বরে মারে টান।
আসবে বলে আসা দিয়া বন্ধু গেল চলিয়া।
আসার আশে বসে রইলাম পন্থ পানে তাকাইয়া
গেল বন্ধু এলনা আর সুখের নিশি অবসান।
আগে যদি জানতাম বন্ধু যাইবা মোর ছাড়িয়া,
জীবনে যৌবন নাহি দিতাম তোর চরণে সপিয়া,
না করিতাম ভাল বাসা হারাইতাম না কুলমান।
মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র কেহ ভালও বাসেনা,
বন্ধুর সনে পীরিত করি পাইলাম কত লাঞ্ছনা।
লোক সমাজে ঘৃণা করে কলংকিনি হইল নাম।

শুইলে সপনে দেখি গুম আসেনা নয়নে,
তুই বন্ধুর পিরীতির আগুন সর্ব্বদা জলে মনে,
চখ্যের জলে বুকও ভাসে তুই বন্ধুর নিঠুর পাষান।
কার কাছে কই মনের ব্যাথা দরদি নাই সংসারে,
সকল জালা দূরে যাইত পাইলে প্রাণ বন্ধুরে,
হঁাটে মাটে পথে ঘাটে খুইজে বেড়াই নানান স্থান।
আমিন বলে সেই রূপ দেখাই প্রাণ নিয়াছ কাড়িয়া
সেই ভাবেতে দেখা দিও মরণ কালে আসিয়া,
মরণ আমার ধন্য হবে পাইলে তোমার চরন খানা।

১৬ নং–গান

(তাল খেমটা) বিচ্ছেদ

কোন পাগলে আমায় পাগল বানাইল,
দেশ ছারাইল,
কোন পাগলে আমায় পাগল বানাইল।
হাঁসি হাঁসি কাছে বসি মোহিনি বান মারিল। দেশ
আগেত জানিনা আমি তার মুখের হাঁসি,
গলায় লাগাবে ফাঁসি,
জাতকুল মান সব বিনাশি, ঘরের বাহির করিল।
প্রেমের বন্দুক এস্কের গুলি মারিল জোরে,
আমায় পেলায় শিকারে,
মনও প্রাণও নিয়া হরে, কোন বনে যাই লুকাইল ঐ
ছোট কালে পিরীত করি যৌবন কালে নাই,
বন্ধু করি কি উপাই,
সোনার যৌবন ভাসিয়া যায়, কার কাছে সফি বল।
শুইলে ফু- শর্য্যার পরে ঘুমে না ধরে,
ঐ রূপ ভাসে অন্তরে,

সুন্দর কামিনি ঘরে, তারেও সে ভুলাইল।
মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র ভালও বাসে না
প্রেমের এত লাঞ্ছনা,
লোক সমাজে স্থান মিলেনা, কলংকি নাম রটিল
যেই রূপ দেখাই মোহিনি বান
মারিল মোরে,
কেনে ভুলি তাহারে;
ঘর থেকে আনি বাহিরে, নেংটা করি নাচাইল
দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াই বন্ধুর কারণে,
প্রাণে ধর্য্য না মানে,
আমিন বলে বন্ধু বিনে বাঁচি কিরূপে বল।

১৭ নং গান

(তাল কাহার বা) ভাণ্ডারী সুর চৌপদি

আমি উদাসি, পিপাসি তোমার, নুরানি দিদার,
দাও মাওলা ধন।
নুরানি দিদার, পাইলে তোমার, পিপাসা আমার,
হবে নিবারণ
তুমি যে রোজা তুমি যে নামাজ, তুমি যে এবাদত হজ্ব কি যাকাত,
তব নাম জপনা আমারি কলেমা,
তুমি যে আমার প্রাণও প্রীয় ধন।
হইয়াছি তোমার প্রেমেরি পাগল, হারাইছি ভবে অর্থ
কি সম্বল ফুলেরি বিছানা, ভালত লাগেনা,
পরাণে চায়গ যুগল ও চরণ।
তোমারি প্রেমে মজিলাম যেই দিন, সমাজি নামাজি হইলাম সবার ভিন,
দেখিলে আমারে, ঘৃনা সে করে, কলংকি ডাকে পর কি আপন।
লোকে যত মন্দ বলুক আমারে, শুনিনা কানে

বন্ধুর খাতিরে হইয়াছি অন্ধ, প্রেমেরি বন্ধ,
আমার পথে আমি করিয়াছি গমন।
নেকি বদি যত সর্গ কি নরক, তাইত জানি হয়
তোমার হক, ঐ সকল আমার, নাই কিছু দরকার,
ভাসনা আমারি দর্শন।
ভবে নাই আমিনের কোনও কিছুর আশা,
চরণ তলায় তোমার বান্দিয়াছি বাসা,
মিমেরি দুয়ার, খুইলা দাও এইবার;
করিতাম প্রীয়ার মধুরও মিলন।

১৮ নং গান

(তাল কাহারবা)

বাজাইয়া তার বাঁশের বাশি হরে নিল মনও প্রাণ।
বাঁশি বাজায় গাউছুল আজম মাইজ ভাণ্ডারী বাবাজান।
মদন মোহন বাঁশির সুরে, উদাসি করিল মোরে,
রইতে না পারি ঘরে, ছেড়ে আইলাম কুলমান।
বাঁশি বাজে পঞ্চ সুরে, ধনি গেল বিশ্ব জুড়ে,
নাচনা করে বাঁশির সুরে, হুর ফেরেস্ত, জিন ইনচান।
আহা কি তার বাঁশির ধনি, যে শুনে সে উদাসিনি
সর্গ মর্ত্য আকাশ বানি, যে শুনে সে কম্পবান।
মাইজভাণ্ডারে আসন করে, বসিল দুনিয়া জুড়ে,
রহমান মঞ্জিলের ঘরে, খেলে সে কুদরতি শান।
নৈরাকারে আকার হইয়া, মানবরূপে দেখা দিয়া,
ছায়া ছাড়া দেখায় কায়া, আহাদ আহাম্মদ তার প্রমাণ।
দালান কোঠা জমিদারী, সকল যেদিন যাবি ছাড়ি,
সেই দিনে হবে কাণ্ডারী, মুরসিদ মাওলা দয়াবান।
ভাল ও মন্দ কি বুঝিনা, সর্গ নরখ তাই চিনিনা,
এক নামেন্তে আমিন ফানা, মাইজভাণ্ডারী বাবাজান।

১৯ নং—গান

(তাল একতালা) দেহ তত্ত্ব ত্রিপদী সুর

মন পাখী তুই ক . ধর, দিল পাখী তুই কথা ধর,
থাকতে সময় পারের জোগাড় কর।
পারের জোগাড় না থাকিলে শেষকালে তোর আছে ডর।
মাঝি বড় হুসিয়ার,
উচিত মূল্য না পাইলে নৌকায় লয়না তার,
পয়সা ছাড়া পার করে না ধনি মানি বাহাদুর।
ঘাটে গেলে ফেসিঞ্জার,
একজন একজন ওজন করি নৌকায় তোলে তার।
ওজনেতে বেশকম হলে ধাক্কা মারি করে দুর।
ঐ দেখ ঈমানের পাল্লা,
ভক্তি চন্দন সে পাল্লাতে ওজনের শিলা,
ভালবাসা রত্তিমাসা, ওজন লয়রে বরাবর।
পুজি লই আইলা ব্যাপারে,
লাভ করিবি দ্বিগুণ তাতে ভবের বাজারে,
(এখন) লাভ করা তো দুরের কথা আসলের নাই খোজ খবর।
মন তুই হারালি পুজি,
জারবা জারবা হিসাব যেই দিন করিবে কাজি,
যোগ বিয়োগে মিল নাহলে মহা বিপদ তার উপর।
মন তুই ঠেকবিরে শেষে,
পুজি নষ্ট পাবি কষ্ট কামিনির পেছে,
এখনও সময় আছে মাইজভাণ্ডারীর চরন ধর।
আমিন বলে ভাণ্ডারী নাম সার,
পুঁজি পাট্টা ভবের লেটা এক পলকে পার,
মনের কাটা ঠিক আছে যার পার ঘাটেতে কিশের ডর।

২০ নং গান

(তাল কাশমিরি) চৌপদি

মাইজ ভাণ্ডার প্রেম কলেজে যাবি মন, হায়রে
মাইজ ভাণ্ডার প্রেম কলেজে যাবি মন।
ঐ কলেজের লেখা পড়ায় খুলবেরে তোর ধ্যান নয়ন
সেই কলেজের এমনি দারা,
ছিনায় ছিনায় লেখা পড়া, লাগেনারে দোয়াত কালি
লাগেনা কাগজ কলম, অনুরাগি ছাত্র যারা,
ইসারাতে পড়ে তারা, সুজন ঝারা মা'র্গা মারা, তারা বুঝে গুরুর মন
হিন্দু কিবা মুসলমানে, বুদ্ধ কিবা খৃষ্টানে, ঐ কলেজে
জনে জনে পড়ার জন্য হয় গমন নবুয়ত আর বেলায়তে,
শরিয়ত আর তরিকতে, হাকিকতে মারফতে পড়া পড়ায় সব রকম
আবাল বৃদ্ধ নরও নারী, ক্লাশ করে সারি সারি
প্রেমের পড়া যায়রে পড়ি, ছবক পায় নতুন নতুন,
প্রীন্সিপালে নিরিখ ধরে, চেয়ে আছে লক্ষ্য করে,
এত্তেহাদী রহম করে, যার যতটুক হয় ওজন।
শক্ত ঈমান ভক্তি যার, সেই ছাত্র হয় উনিয়ার,
কাম ক্রোধ ও লোভ মোহ নফছ রিপু হয় দমন
চর্ম্ম চক্ষু বন্ধ করে, দিব্য চক্ষু প্রকাশ করে
দেখতে পায় সে আপন ঘরে নৈরূপের রূপদরশন
ঐ কলেজের ছাত্র হইয়া, কত জনা হয় আউলিয়া,
প্রিন্সিপ্যালে দয়া করে, যদি মনের মতন,
মাইজ ভাণ্ডার প্রেম কলেজে, ভালও নলেজ পায় সহজে,
সরলে পরীক্ষা দিলে, ফেইল করেনা সেই কখন
ভক্তি বিশ্বাস প্রেমাগুনে, সেই কলেজের ছাত্রগণে,
গাউছ কুতুব জনে জনে, কত হইল এই ভুবন,
আমিন বলে মন কানাইয়া, তাড়াতাড়ি যাও চলিয়া,
ঐ কলেজে ভর্ত্তি হইয়া শিক্ষা লওরে প্রেম সাধন।

২১ নং – গান

(তাল দাদরা) হালকার সুর

মাওলা বাবার রওজা শরীফ শানে মদিনা।
অগছরে লাহুতে খেলে নূরে ছপিনা।
আহাদ আহাম্মদ রূপে ভুবনে উদয়,
ধর্ম্ম অবতার সাজে বিশ্ব দয়াময়,
লা শারীকা কালাম বলে ধরা দিলনা।
আহাম্মদের অন্তরালে-আপে আল্লা রয়,
তেরশ বৎসরের পরে আহাম্মদ উল্যা হয়,
আসি মাইজ ভাণ্ডার গুল বাগিচায় করে, আস্তানা।
মোহাম্মদ নামে করে নবুয়ত জারি,
বেলায়তে আহাম্মদ উল্যা মাইভাণ্ডারী;
বিশ্বজুরি বেলায়তের উড়ায় নিশানা।
কুলহু আল্লা আহাদ পাবি পরদা খুলিলে,
কুদুরতের খেলা খেলে থেকে আড়ালে,
লাম আল্লিপে লিলা দেখায় মিমের বাহানা।
আহাদ আহাম্মদ দেখি মুলেতে একজন,
রহমান হইয়া করে রহমত বর্ষণ,
মানব দেশে ছদ্মবেশে খেলে রব্বানা।
মাইজভাণ্ডার লামকানে মাওলা রহমানে,
ছায়া ছাড়া কায়া ধরি দেখাইল প্রমাণ,
গাইন লামে মিম দিয়া করে ছলনা।
পাপি তাপির মুক্ত কারি গাউছে রহমান,
রহমানি মনজিল খুলিল হইয়া আল হাছান,
বিপদ বারন গাউছুল আজম বাবা মাওলানা।
গুল মদিনার রওজাতে নবীজির কবর,

সঙ্গে আছে আবু বকর ছিদ্দিক ও ওমর,
মাওলা বাবার রওজাতে সেই নিশানা।
হক ভাণ্ডারী নাম ধরিল গাউছে করতার,
আশেক হইয়া তালাশ করও পাবি তার দিদার
কাটি গুরুর তত্ত ছারা রত্ব মিলেনা।
হীনও আমিন ধর্ম্মপুরি এই বুঝিল সার,
আল্লা রাছুল গাউছুল আজম এক জনের কারবার
এক বিনে দ্বিতীয় নাস্থি অন্য জানিনা।

২২ নং গান

(তাল গৌর খেমটা)

প্রেম করিও সুজন রসিক চাইয়া-পরান বন্ধুরে
প্রেম করিও সুজন রসিক চাইয়া।
(বন্ধুরে) সুজন দেখি প্রেম করিলে, ছুটেনা প্রেম
কোনও কালে. প্রেমের তরি চলে উজান বাইয়া,
নাজানিয়া প্রেম করিলে, কলংক হয় ভূ-মণ্ডলে,
কাঁন্দিতে হয় গাছ তলায় বসিয়া। পরান বন্ধুরে
(বন্ধুরে) প্রেম করিলে আছে মজা, আবার প্রেমে
মোহা সাজা, প্রেম করিও ভাবিয়া চিন্তিয়া,
সুজন প্রেম করিল যারা, জস কিত্তি জগত ভরা,
সুজনের প্রেম থাকে অমর হইয়া। পরান বন্ধুরে
(বন্ধুরে) প্রেম মোহাজন মাইজ ভাণ্ডারী,
প্রেমের খেলা করে জারি, যে মজিল
সেই খেলাতে যাইয়া, সুজন প্রেমিক তারা হয়
মুখের কথা চোখে কয়,
কত জনা হইয়াছে আউলিয়া। পরান বন্ধুরে

(বন্ধুরে) প্রেমে থাকে আল্লা রাজি, বেদ জানেনা
সরার কাজি, প্রেমে মজি বানাইল দুনিয়া,
যে বুঝিল প্রেমের ধর্ম্ম, সাফল্য তার
মানব জন্ম, আমিন কাঁন্দে প্রেম নাচিনিয়া। পরান

২৩ নং গান

(তাল ছক্কা) বিচ্ছেদ

বলও তারে কোথাই পাই বলও তারে কোথায় পাই,
বন্ধু বন্ধু বন্ধু বলে খুঁজি সর্ব্বদাই।
বন্ধু মোরে দিয়া ফাঁকি, কোন বনে যাই আছে লুকি
বাঁশি সুনি দেখতে পাইনা, ডাকলে আসে নাই।
আসও বন্ধু আমার সনে, প্রবেশিব প্রেম বাগানে,
পেথম ধরি নাচ করিব, কদম্ব তলায়।
মন বুঝনা থাকও দুরে, কত ভালবাসি তোরে,
কাছে পাইলে দেখাইতাম, ধরিয়া গলায়।
একবার যদি দেখা পাইতাম, ফুল সয্যায় সোয়াইতাম,
প্রেমানন্দে বুকে নিয়া থাকিতাম ঘুমাই।
আমিন কাঁন্দে করুন সুরে, কত দিনে পাব তারে,
আশায় আশায় জীবন গত নাম গাছের গোড়ায়।

২৪ নং গান

(তাল ভাটিয়ারি) চৌপদি বিচ্ছেদ

ওগো কামিনি, তোমার রুপ দেখি আমি,
নদির ঘাটে বসে রই একেলারে, নদীর ঘাটে বসে রই একেলা।
বসিয়া বসিয়া দেখি জলে মারে ডেউ,
পাছের দিকে চাইয়া দেখি আসেনি মোর কেউ,
গেল দিন মনি, ঘাটে আসে কামিনি,
জল ভরিতে গেলও সন্ধ্যা বেলারে।

সরু সরু মাজা কন্যার আলতা পরা ঠোঁট,
কোকিলেরি কণ্ঠ তাহার মন করে বেহুস,
মাজার কলসি, মুখে মধুরও হাসি,
মন মোহিনী রসেরও রঙ্গিলারে।
কোমল কোমল হাত কন্যার খঞ্জনেরি পাও,
কপালে তিলুকের ফোটা দেখতে লাগে ভাও,
বেনি বান্দা ফুল, দিছে নয়নে কাজল,
রসিকের মন করিল উতালারে।

আহা কন্যা যৌবন বয়সে নাই কেনও স্বামী,
একাঘাটে জল ভরিতে আসিলা তুমি,
যুবকেরি দল, তোমার রূপ দেখি পাগল,
স্বামী বিনে ঘটিবে তোর জালারে।
আসও আস কামিনি আমিনের ঘরে
আমি হইয়া তোমার স্বামী রাখিব তোরে,
ভজিলে স্বামী, সুনও ওগো কামিনি,
থাকবেনা যৌবন ডাকাতের জ্বালারে।

হজরত গাউছুল আজম বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবার সহোদর চতুর্থ ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল ওহাব শাহ (রঃ) মাইজভাণ্ডারী স্মরনে ৭ টা গান দেওয়া হল

গাউছিয়া ওহাব মঞ্জিল মাইজভাণ্ডার -

২৪ নং গান

(তাল কাহারবা) ভাণ্ডারী সুর

দেখবি যদি খোদার লিলা চল যাইরে সকলে
আল্লা রাছুল খেলা করে ওহাব মঞ্জিলে
দেখেন ওহা মঞ্জিলে, রূপের ঘরে রূপ মিশায়ে
কুদ্রুতি খেলে, ঐ খেলাতে শরীক হলে

আউলিয়ার খেতাব মিলে।
বন্ধু সুনেন সমাচার
আল্লা রাছুল গাউছুল আজম এক জনের কারবার
ভক্তি ভাবে নাম নিলে তার এলাহি দিদার মিলে।
তার মহিমা অপার,
মাইজ ভাণ্ডারে বসাইল প্রেমেরি বাজার,
রসিক সুজন হইলে পাইকার রত্ন পায় বিনা মূল্যে
এই জগত তরাবে বলি,
মাইজ ভাণ্ডারে ওহাব মঞ্জিল দিয়াছে খুলি,
মুক্তিরও নিশানা তুলি দিলরে ভূ-মণ্ডলে।

যত হিন্দু মুসলমান,
দিবা নিশি জগৎ সবাই ওহাব বাবার নামে,
এক পলকে হবি হাছান, তইরা যাবি দুইকুলে।
অধীন আমিনের বচন,
ওহাব বাবা কেবলা কাবা প্রেমের মোহাজন
প্রেমের সাধন করিলে মন মিমের দুয়ার যায় খুলে।

২৫ নং গান

(তাল ছক্কা ভাণ্ডারী সুর

কি রঙ্গিন ফুল ফুটিল মাইজভাণ্ডারের প্রেম বাগানে,
সেই ফুল আমার ওহাব বাবা ফুটিল অতি যতনে।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, জীন ও ইনসান ফেরেস্তারা
ফুলের রূপে মাতোয়ারা লুটায় আসি শ্রীচরণে।
বাগানে ফুটিল ফুল, গন্ধে মুগ্ধ অলিকুল,
প্রেমও রসে হইয়া আকুল, তৃপ্তী মিটায় মধু পানে।
সেই ফুলেতে মধু ভরা, লোটে রসিক প্রাণ ভোমরা,
অরসিকা দিশেহারা, মধুর সন্ধান সে নাজানে।

ঐ দেখা যায় ওহাব মনজিল, একামনে হলে দাখিল,
হবেরে তোর মোকছেদ হাঁছিল, ওহাব বাবার কৃপাগুণে
নিশি ভোরে প্রেম বাগানে, কোকিলেরি কুহু গানে,
পাপিয়ার মোহন তানে, জাগিল হীনও আমিনে।

২৬ নং গান

(তাল দাদরা) ভাণ্ডারী সুর

চল যাইরে ওহাব বাবার নুরি চরণে
প্রেম তরনি সাজাইল প্রেমিকের কারণে।
লক্ষ লক্ষ প্রেমিক জনা, উঠলে তরি বোঝাই হয়না,
অ-প্রেমিকের ভার ধরেনা, প্রেমিক বিহনে।
পাপি তাপি আছে যত, পার হইয়া যায় শতে শত,
যদি হয়রে ভাগ্যবন্ত, প্রেমের সন্ধানে।
যেইজনে প্রেম জানেনা, সেই তরীতে উঠতে মানা,
উঠলে তরী আর চলেনা, ঘুরে তুফানে।
দেখও আমানতের গাছে, ঈমানের পাল্লা আছে,
ভক্তি শীলে ওজন দিছে, প্রেমিক কয়জনে।
ঈমান কাটায় ওজন করে, প্রেমিক যদি হইতে পারে।
পার হইয়া যায় আখির টারে দোন জাহানে।
ওহাব বাবা মাইজভাণ্ডারে, প্রেমের মহাজনী করে,
ওহাব মঞ্জিল পাক দরবারে, নুরের আশনে।
ধর্ম্মপুরী পয়স হারা, প্রেমের সদাই হয় নাই করা,
পার ঘাটে কাঁদে বেছারা, হীনও আমিনে।

২৭ নং গান

(তাল খেমটা) ভাণ্ডারী সুর

(ধন্যরে প্রেমিকগণ) ওহাব বাবা প্রেমের মোহাজন
মানববেশে দেখা দিল নুরানিরূপ দরশন
মাওলার অপূর্ব্ব লিলা,
মানবরূপে খেলিতেছে কুদরতে খেলা,
ঐ খেলাতে যে মজিল ছাড়ে রাজ্য সিংহাসন।
প্রেমের এত ছলনা,
রব্বে হারনি লান তারানি প্রেমের বাহানা,
কোরআনেতে খোদায় বলে হাদীসে কয় নবী ধন।
মাওলার আশেকি যারা,
প্রেমের মরা মরিয়া অমর হইয়াছে তারা,
অমরপুরে গেছে যারা তার কিরে আর হয় মরণ।
যেইজন প্রেম জানেনা,
আশেক বিনে মাস্তুক মিলন কখনো হবে না,
অন্ধে কি বুঝিতে পারে আশিতে কি হয় রৌশন।
তরাইতে এই জগতখানি,
শেষ জমানায় প্রেমের বাজার বসাইল তিনি,
ওহাব মঞ্জিল মাইজভাণ্ডারে পাবি অমূল্য রতন।
আমিনের এই ভাসনা,
দামান তলে জায়গা দিও বাবা মাওলানা,
নাম স্মরণে থাকি যেনও পাই তোমার দুই চরণ।

২৮ নং গান

(তাল খেমটা) ভাণ্ডারী সুর

চলও যাইরে মাইজ ভাণ্ডারে ওহাব বাবার আস্তানা।
দেখবি তোরা খোদে খোদার নিশানা।
গাউছিয়া ওহাব মঞ্জিল মাইজভাণ্ডার দরবারে,

দেখলে তোরা বুঝতে পারবি কিরূপ তাহার ভিতরে,
অপার মহিমা খেলে কুদরতেরি কারখানা।
খাঁটি দিলে যে ভজিল ওহাব বাবার দুই চরণ,
দিলের পরদা ছুটে গেল নৈরূপের রূপ দরশন,
রূপ দেখিয়া লাখে লাখে আশেকি হয় দেওয়ানা।
ওহাব বাবা মাইজভাণ্ডারী রহমতুল্লিল আলামিন।
পাপি তাপি পার করিতে হাসরে দাসের জামিন,
আঁখি টারে পার করিবে খাঁটি আশেক যেইজনা।
এই জগত তরাবে বলি মনে করি ভাসনা,
প্রেমের বাজার বসাইল ওহাব বাবা মাওলানা,
ঐ বাজারে মাল কিনিতে হীনও আমিন দেওয়ানা।

২৯ নং গান

(তাল কাহারবা) ভাণ্ডারী স্বর

ওহাব বাবা মাইজভাণ্ডারী আউলিয়া প্রধান,
বেলায়তের বাদশা তুমি স্বলতানে জমান।
নবুয়ত খতমের পরে, বেলায়তের ঝাণ্ডা উড়ে,
আউলিয়া নাম জাহের করে, পরগামবরি শান।
গাউছুল আজম নাম ধরি, দ্বীনের আলো করে জারি,
উড়িতেছে বিশ্বজুরে, ধর্ম্মেরি নিশান।

জিন ও ইনছান আছে যত, হুর ফেরেস্তা শতে শত,
গাইতেছে অবিরত, তোমার গুনও গান।
পরদারও আড়ালে থাকি, কলবেতে মারে উকি,
আমি তোমার পোষা পাখি, ফয়েজ করও দান।
বাবা তোমায় পাব বলে, দিন কাটি সে মজনু হালে
হীনও আমিন চরণ তলে, হইতে চায় কোরবান।

মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী ★ চট্টগ্রাম ★

৩০ নং গান

(তাল গৌর খেমটা) বিচ্ছেদ

সরল মনে কেনে দাগা দিলিরে বন্ধুয়া
সরল মনে কেন দাগা দিলি।

(বন্ধুরে) প্রথম যেইদিন দেখছি তোরে,
ডাকিয়াছ আঁখির টারে,
মিষ্টি মিষ্টি মধুর বাক্য বলি,
মারিয়া পিরীতির বান, হরে নিয়া মনও প্রাণ,
উদাসিনি আমারে বানালিরে, বন্ধুয়া।

(বন্ধুরে) মনে ছিল বড় আশা, কইরে ছিলাম
ভাল বাসা, প্রাণে প্রাণে থাকব দুইজন মিলি
খেলিতাম রসের খেলা, জুরাইতাম মনের জ্বালা,
প্রেমের মালা গলায় দিতাম তুলিরে।

(বন্ধুরে) তুমি মোরে দিয়া ফাঁকি, পরদার আরে আছও লুকি,
আমি কাঁন্দি বন্ধু বন্ধু বলি, আশার মুলে পরল ছালি,
কুলের মুখে দিয়া কালি, মাইরা গেলি প্রেম বিচ্ছের গুলিরে।

(বন্ধুরে) হৃদয় হল জারা জারা, কলিজা মোর
বিষে ভরা, বিষের বিষে যাইতেছি জলি,
যায় যায় যায়না প্রান, বিষে অংগ কম্পবান,
কাল যমে কেন আমায় গেল বুলিরে।

(বন্ধুরে) প্রেমের বিষে যারে ধরে জ্ঞান থাকেনা
বাছে মরে; সর্ব্বদা বিষ উঠেরে উতলি
আমিন বলে মরণ বিনে ঔষুধ নাই তার এই ভুবনে
সেই ব্যাথা মোর কাছে বা বলিরে বন্ধুয়া।

দেখলে তোরা বুঝতে পারবি কিরূপ তাহার ভিতরে,
অপার মহিমা খেলে কুদরতেরি কারখানা।
খাঁটি দিলে যে ভজিল ওহাব বাবার দুই চরণ,
দিলের পরদা ছুটে গেল নৈরূপের রূপ দরশন,
রূপ দেখিয়া লাখে লাখে আশেকি হয় দেওয়ানা।
ওহাব বাবা মাইজভাণ্ডারী রহমতুল্লিল আলামিন।
পাপি তাপি পার করিতে হাসরে দাসের জামিন,
আঁখি টারে পার করিবে খাঁটি আশেক যেইজনা।
এই জগত তরাবে বলি মনে করি ভাসনা,
প্রেমের বাজার বসাইল ওহাব বাবা মাওলানা,
ঐ বাজারে মাল কিনিতে হীনও আমিন দেওয়ানা।

২৯ নং গান

(তাল কাহারবা) ভাণ্ডারী সুর

ওহাব বাবা মাইজভাণ্ডারী আউলিয়া প্রধান,
বেলায়তের বাদশা তুমি সুলতানে জমান।
নবুয়ত খতমের পরে, বেলায়তের ঝাণ্ডা উড়ে,
আউলিয়া নাম জাহের করে, পয়গাম্বরি শান।
গাউছুল আজম নাম ধরি, দ্বীনের আলো করে জারি,
উড়িতেছে বিশ্বজুরে, ধর্ম্মেরি নিশান।

জিন ও ইনছান আছে যত, হুর ফেরেস্তা শতে শত,
গাইতেছে অবিরত, তোমার গুনও গান।
পরদারও আড়ালে থাকি, কলবেতে মারে উকি,
আমি তোমার পোষা পাখি, ফয়েজ করও দান।
বাবা তোমায় পাব বলে, দিন কাটি সে মজনু হালে
হীনও আমিন চরণ তলে, হইতে চায় কোরবান।

৩০ নং গান

(তাল গৌর খেমটা)

সরল মনে কেনে দাগা দিলিরে বন্ধুয়া
সরল মনে কেন দাগা দিলি।

(বন্ধুরে) প্রথম যেইদিন দেখছি তোরে,
ডাকিয়াছ আঁখির টারে,
মিষ্ট মিষ্ট মধুর বাক্য বলি,
মারিয়া পিরীতির বান, হরে নিয়া মনও প্রাণ,
উদাসিনি আমারে বানালিরে, বন্ধুয়া।

(বন্ধুরে) মনে ছিল বড় আশা, কইরে ছিলাম
ভাল বাসা, প্রাণে প্রাণে থাকব দুইজন মিলি
খেলিতাম রসের খেলা, জুরাইতাম মনের জ্বালা,
প্রেমের মালা গলায় দিতাম তুলিরে।

(বন্ধুরে) তুমি মোরে দিয়া ফাঁকি, পরদার আরে আছও লুকি,
আমি কাঁদি বন্ধু বন্ধু বলি, আশার মুলে পরল ছালি,
কুলের মুখে দিয়া কালি, যাইরা গেলি প্রেম বিচ্ছের গুলিরে।

(বন্ধুরে) হৃদয় হল জারা জারা, কলিজা মোর
বিষে ভরা, বিষের বিষে যাইতেছি জ্বলি,
যায় যায় যায়না প্রান, বিষে অংগ কম্পবান,
কাল যমে কেন আমায় গেল বুলিরে।

(বন্ধুরে) প্রেমের বিষে যারে ধরে জ্ঞান থাকেনা
বাছে মরে; সর্ব্বদা বিষ উঠেরে উতলি
আমিন বলে মরণ বিনে ঔষুধ নাই তার এই ভুবনে
সেই ব্যাথা মোর কাছে বা বলিরে বন্ধুয়া।

৩১ নং গান

(তাল দাদরা) ভাণ্ডারী সুর

ওহাব বাবা মাইজভাণ্ডারী রুহুল আশেকিন
ডুব দিলে তার প্রেম সাগরে পাবি তারও চিন।
বহু রূপে বিরাজ করে, কয়জন তারে চিনতে পারে,
যে চিনিল ভাগ্যের জোরে, সে পাইল তালকিন।
অপার কুদরতের খেলা, সাধ্য কি বুঝিবার বেলা,
যে পাইল তার চরণ ধূলা, সে হল মুমিন।
রূহানি প্রেম প্রচার করে, লাখে লাখে আশেকিরে
পার করিবে আখির টারে, রোজ হাসরের দিন।
ওহাব মঞ্জিল খোদার ঘর, সেইখানে নাই আপন পর,
সবার উপর রহম নজর রাখে নিরিদিন।
ওহাব বাবার চরণ পাইয়া,
কত জনা হয় আউলিয়া,
আমিন কাঁদে বেহুস হইয়া, ভবে হইলাম রিন।

৩২ নং গান

(তাল ছক্কা) ভাণ্ডারী সুর

আমার প্রাণের পাখি মাইজভাণ্ডার,
জান গেলে সে ছারব না রে আর।
হৃদ পিঞ্জরায় বইসা পাখি দেখায় কত রং বাহার।
পাখির রূপের সীমা নাই,
নানান রূপে ছদ্ম বেশে ঘুরিয়া বেড়ায়,
হৃদ মন্দিরে বিরাজ করে, ভেদ জানে কয়জনে তার।
পাখি যেই জন দেখিল,
এক পলকে ভবের মায়া ত্যাগ করিল,

লোক লজ্জা ত্যাগ করিল, জাত কুলমান চায়না আর।
আশেক মাইজভাণ্ডারে যায়,
মনকেরের দল যত আছে আগুন লাগে গায়,
নাজারেজ বলি... ছিল্লায়, শয়তান তাদের কল ঘুরায়।
যতটুকু মৌলভীগণ,
মাইজভাণ্ডারে যাইতে মানা করে হামিসক্ষণ
আশেকে কি শুনে কখন মাসুকের ভাব আছে যার,
দেখেন টক মৌলভী ভাই,
ঘরে ঘরে ওয়াজ করে মরার কয়রাত খাই,
তার মরণের ভয় কিরে নাই মিছকিনের হক মারি খায়।
যার কলব অন্ধকার,
তার কিরে ওয়াজ নছিয়ত নিজ খবর নাই যার
টক মৌলবীর পাল্লাতে ভাই পড়িওনা খবরদার
অধীন আমিনের বচন,
মাইজভাণ্ডারে গেলে পাবি মাওলার দরশন,
নফচ রিপু ধ্বংস হবে একপলকে হবি পার।

হজরত গাউছুল আজম বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবার সহোদর ছোট ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল হাদী শাহ মাইজ ভাণ্ডারীর শানে ৩ টা গান দেওয়া হল—

গাউছিয়া হাদী মঞ্জিল মাইজ ভাণ্ডার

৩৩ নং গান

(তাল দাদরা) ভাণ্ডারী সুর

হাদী বাবা মাইজ ভাণ্ডারী প্রেমের গোলাপ ফুল
মধুর লোভে ঘুরে পাচে আশেক অলিকুল।
ফুলে ভরা আছে মধু দেখলে লাগে প্রেমের স্বাদু,
যে খাইল সে হইল সাধু অকুলে পায় কুল।

যেইজনে প্রেম জানেনা, তার ভাগ্যে মধু জুটে না,
অরসিকা দিন কানা, মুর্দ্দা সমতুল।
ফুল দেখিয়া আশেকিরা, হইয়া গেছে আর্ত্তাহারা,
মধু পানে প্রান ভোমরা, হইয়াছে বেবুল।
মাইজ ভাণ্ডার প্রেম বাগানে, ফুল ফুটিল ভাগ্যের গুনে,
পাপি তাপি দাস গনে, তরাইতে দুই কুল।
হুর ফেরেস্তা নরও নারি, পাগল হইল সেই ফুল হেরী,
কত রাজা রাজ্য ছাড়ি, হইয়াছে আকুল।
হীনও আমিন ফুল পাইয়া, উদাসিনি মধু খাইয়া,
নাচনা করে মজনু হইয়া, লইয়া চরণ ধুল।

৩৪ নং গান

(তাল গৌর / মটা)

তোমার খেলা অনন্ত অপার, হাদী মওলারে
তোমার খেলা অনন্ত অপার।
(হাদী মওলারে) হাদী মঞ্জিল মাইজ ভাণ্ডার,
বসিয়াছ আসন করে, ছারে আলম করিয়া
গুলজার, নাম ধরিয়া হক ভাণ্ডারী,
গুপ্ত এলম করও জারি, বেলায়ত কে করিলা প্রচার,
হাদী মওলারে।
(হাদী মওলারে) অসাধ্য তোমারও লিলা,
সাধ্য কি বুঝিবার বেলা, করতে পারও নদিকে
পাহার, গাউছ কুতুব মুনি ঋষি, বাজায়
তোমার নামের বাঁশি, জিন ইনচান ফেরেস্তা
খোদার, হাদী মওলারে।
(হাদী মওলারে) কি দিব তোমার তুলনা,
সংসারেতে নাই নমুনা, প্রেমে খেল্লা

করিলা প্রচার, তব দয়ার নাইরে কমি,
লকব নিলা আল হাছানি, পাপি তাপি
করিতে উদ্ধার, হাদী, মওলারে।
(হাদ মওলারে) ভক্তি ভাবে ডাকলে তারে,
মনের আশা পুরণ করে,
দান ক[illegible] রহমতের ভাণ্ডার,
আমিন বলে বিনয় করি, আসও বাবা দয়া করি,
আমি চাই তোমারি দিদার, হাদী মওলারে।

৩৫ নং গান

(তাল দাদরা) ভাণ্ডারী সুর

হাদী বাবা মাইজ ভাণ্ডারী নুরের নিশানা,
রূপ দেখিয়া বিশ্ব বাসি হইল দেওয়ানা।
হাদী মঞ্জিল সিংহাসনে, বসিয়াছে আজব শানে,
মন উদাসি বাঁসির টানে, রইতে পারিনা
ভাণ্ডারী ভান্ডারী করি, লাখে লাখে নর নারী,
কত রাজা রাজ্য ছাড়ি, করে সাধনা।
এক পলক হেরে যারে, এলমে লদুন জারি করে,
দেখতে পায় সে আপন ঘরে, খোদে রব্বানা।
তোমার নুরের রৌশন দেখি, আছমান জমিও সুখি,
চন্দ্র তারা জিকি মিকি, নাইরে তুলনা।
বাবাজানের চরন তলে, খেদমতে দাখিল হলে,
হৃদয় চক্ষু যাবে খুলে, অন্ধ রবিনা।
ধর্ম্মপুরি পাগল বেশে, কাঁন্দে তোমার চরণ
আসে, চরণ দানে হীনও দাসে, করও সান্ত্বনা।

হজরত গাউছুল আজম বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবার সহোদর ভ্রাতুষ পুত্র সৈয়দ আবুল কাসেম শাহ (রঃ) মাইজ ভাণ্ডারীর শানে ৩-টা গান দেওয়া হল

গাউছিয়া ওহাব মঞ্জিল মাইজ ভাণ্ডার

৩৬ নং - গান

(তাল দাদরা) হালকার স্বর

কাসেম বাবার প্রেম ইস্কুলে কে কে যাবি চল
ঐ ইস্কুলের লেখা পড়ায় আত্মায় বাড়ে বল।
সেই ইস্কুলে এমনি দারা, ছিনায় ছিনায় লেখা পড়া
কাগজ কলম লাগেনারে আশেকানের দল।
অনুরাগি যেই জনা, সেই ইস্কুলে ফিস লাগেনা,
এই সুযোগ যার ভাগ্যে হয়না, জীবন রসাতল।
পরা পরার মনের মত, ধ্যান বারে অবিরত,
গাউছ কুতুব হইছে কত, যাইয়া বোকার দল।
লেখা পড়া নিত্য চলে, জাতি বেদ নাই সেই ইস্কুলে
হিন্দু মুসলিম বদ্ধ খৃষ্টান যত ছাত্র দল।
ভক্তিতে পরীক্ষা দিলে, পেইল করেনা সেই ইস্কুলে
শিক্ষক অতি দয়াল দাতা মিলে ভালও ফল।
আমিন আজি দিসা হারা, না পরিয়া প্রেমের পরা,
এমন দয়াল আর পাবনা খুজি ভূ-মণ্ডল।

৩৭ নং গান

(তাল গৌর খেমটা) ত্রিপদি ভাণ্ডারী স্বর

বেলা গেল, সন্ধা হল, তরাই চল মাইজ ভাণ্ডার,
কাসেম বাবা বসাইল প্রেমের বাজার।
মনি মুক্তা হীরা কাঞ্চন আছে তাহার বাজারে,

উচিৎ মূল্যে খরিদ করে রসিক সুজন পাইকারে,
প্রেম বাজারে বেছা কিনা দেখবি গেলে চমৎকার।
একামনে যে করিল কাসেম বাবার প্রেম সাধন,
দিলের পর্দ্দা ছুটি গেল খুলিল তার ধ্যান নয়ন,
আপন ঘরে গোপন বন্ধু দেখতে পায় সে অনিবার।
খোদার সনে বসতে হলে আউলিয়ার বৈঠকে যাও,
মুরশিদ খোদা নহে জুদা মজনবী কিতাবে ছাও,
খোদার লিলা মজনবীতে রুমি লেখছে পরিস্কার।
খোদ খোদারে পাবি যদি মনে থাকে বাসনা,
কাসেম বাবার চরণ তলে গিয়া করও সাধনা,
খোদার দিদার টেলিবেশন দেখবি গেলে মাইজ ভাণ্ডার।
জিকির করে বাদ্য বাজাই হক ভাণ্ডারী নাম লইয়া,
মাইজ ভাণ্ডারে নাচনা করি কত জন হয় আউলিয়া,
অন্ধ লোকে বুঝেনারে এস্ক নাই কলবে যার।
হীনও আমিন ধর্ম্মপুরি কাঁন্দিতেছি জারে জার,
অসাবধানে জীবন গেল নাজানি কি হয় আমার,
ভব তরঙ্গে ঘুরিতেছি পাইলামরে কুল কিনার।

৩৮ নং গান

(তাল ছক্কা) ভাণ্ডারী স্বর

সুলতানে জমান কাসেম সুলতানে জমান,
তব নামে ডঙ্কা বাজে সারাটি জাহান।
সর্দ্দারে আউলিয়া তুমি, দাসগণের নয়ন মনি,
তোমার নুরে রৌশন জমি, তক্তে আলি শান।
আহাম্মদের বেলায়তে, রহমানি বাগানেতে,
খেলিতেছে হার রঙ্গেতে, কুদুরতেরি শান।
এই জগতে তরাবে বলে, ওহাব মঞ্জিল দিল খুলে,

আশে কানে চরণ তলে, হইতে চায় কোরবান।
জিনও ইনচান আছে যত হুর ফেরেস্তা শতে শত
গাইতেছে অবিরত তোমার গুনও গান।
কাসেম বাবা মাইজ ভান্ডারী হীনও আমিন ধর্ম্মপুরি
নতীশরে আরজ করি দিও চরন মান।

হজরত গাউছে জমান মাওলানা শাহ ছুফি সৈয়দ জিয়াউল হক (রঃ) মাইজভাণ্ডারী শানে ৩ টা গান দেওয়া হল

গাউছিয়া হক মঞ্জিল মাইজ ভাণ্ডার

৩৯ নং গান

(তাল খেমটা) হালকার সুর

জিয়া বাবা হক ভানডারী নুরের পুতলা।
যার নুরেতে হইল আজি জগত উজালা।
পাপি তাপির ভাগ্যগুনে, মাইজ ভান্ডার সিংহাসনে,
বসিয়াছেন আজব শানে, জিয়াউল হক মাওলা।
বাবা জানের নাম ধরে, যদি কেহ স্বরণ করে,
মোহা বিপদ উদ্ধার করে, তরানে ওয়ালা।
দাসগনের মুক্তি হেতু, জিয়া বাবা পারের সেতু,
চরণ তলে হইলে নত দিদার হয় মাওলা।
এক পলক হেরে যারে দোজাহানে তরায় তারে
এলমে লদুন জারি করে কসপ হয় খোলা।
বসিয়া হক মঞ্জিলে টেলি চালায় দিলে দিলে
অপার মহিমা খেলে অপুর্ব্ব লিলা।
বেলায়তের তত্ত মূলে প্রেমের বাজার দিল খুলে
ডঙ্কা বাজে ভূ-মন্ডলে এস্কে উতালা।
বাবা তোমার শ্রী চরণে আমিন কয় বিনয় বচনে
তরাই নিও দাসগণে নিদানের বেলা।

৪০ নং গান

(তাল গোঁর খেমটা) ভান্ডারী

(একি চমৎকার) আজব লিলা জিয়া মাওলানার
সুলতানুল আউলিয়া বাবা শাহেন শাহ মাইজ ভান্ডার।
মাইজ ভান্ডারের প্রেম বাগানে জিয়া বাবা গোলাফ ফুল
মধুর লোভে জোটে আসি লাখে লাখে অলিকুল
মধু খাইয়া মত্ত হইয়া আশেক অলি বেকারার।
প্রেমের বাজার খুলি দিল জিয়া বাবা মাওলানা
আজিব কলে প্রেমের ছলে জগত করে দেওয়ানা
ঐ কলে যে ধরা পড়ে জাত কুল মান চায়না আর।
খাটি দিলে যে করিবে জিয়া বাবার আরাধন
সাপে খায়না বাঘে চোয়না হইয়া যায় বিপদ বারণ
ভব সিন্দু পারের বেলা এক পলকে করে পার।
কেনে থাকে জজবাহালে কেনে থাকে সরলে
জালালি জামালি শানে কুদ্রতি খেলা খেলে,
ঐ খেলা যে বুঝতে পারে সে পাবে খোদার দিদার।
হীনও আমিন ধর্ম্মপুরি জিয়া বাবার চরণে,
মনও প্রাণও সব দিয়াছি জীবনে কি মরনে,
কঠিনও নিদানের কালে দাসেরে করিও পার।

৪১ নং গান

(তাল একতালা) হালকার সুর

প্রেমানন্দে করও সবে জিয়া বাবার নাম স্মরণ,
ঐ নামেতে মন মজিলে পাবি মাওলার দরশন।
জিয়া বাবা মাইজ ভাণ্ডারী, অকুলে পারের কাণ্ডারী,
পলকেতে পার করি, দিবে যত আশেকগণ।
হক ভান্ডারী নামের বলে, তইরে যাবি নিদান কালে,

চল সবে কৌতহলে, ভজি বাবার দুই চরণ।
জিয়া বাবা হক মঞ্জিলে, অপার মহিমা খেলে,
দেখবি গেলে চরন তলে, নৈরুপের রুপ দরশন।
হক মঞ্জিলে নুরের বাত্তি, জলিতেছে দিবা রাতি,
ছারে আলম হল জোতি, প্রকাশে নুরের কিরণ।
আমিন কাঁন্দে হইয়া ফানা, নাচিনিলাম খাটি সোনা,
মায়া রিনে হইয়া দেনা, বৃতা গেল এই জীবন।

হজরত গাউছুল আজম বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবার সহোদর ভ্রাতুষ-পুত্র সৈয়দ আহাম্মদর রহমান শাহ (রঃ) মাইজ ভাণ্ডারীর শানে ৩ টা গান দেওয়া হল—

গাউছিয়া হাদী মঞ্জিল মাইজ ভাণ্ডার

৪২ নং গান

(তাল দাদরা) ভাণ্ডারী সুর

(আমার) আহাম্মদ বাবা কেবলা কাবা সুলতানে জনান
ঐ দেখরে হাদী মঞ্জিল পূর্ণ মাসির চান।
হাদী মঞ্জিল আশন করি, বসিল দুনিয়া জুরি,
প্রেমের খেলা জারি করি, দিলেন বাবা জান।
আহাম্মদর রহমান বাবা, দাসগণের কেবলা কাবা,
হুর ফেরেস্তা তোমার সেবা করে জিন ইনচান।
এই জগত তরাইবার তরে, বেলায়তের ঝাণ্ডা ধরে,
উড়াই দিল বিশ্ব জুড়ে, ধর্ম্মেরি নিশান।
মাইজ ভাণ্ডারী তরিকাতে, দাখিল হইলে ইমানেতে
তইরে যাবি পলকেতে, হইয়া আল হাছান।
পাপি তাপি আছে যত, পার হইয়া যায় শতে শত
অন্ধকারে আলোকিত, করিল জাহান।
ভক্তি ভাবে ডাকলে তারে, দয়া করে যারে তারে,
এস্তেহাদী ফয়েজ করে, আশেকিরে দান।
বাবা তোমার কদমতলা, আমিন কাঁন্দে সন্ধা বেলা,
মরন কালে দয়াল মাওলা, চরণ করও দান

৪৩ নং গান

(তাল কাহারবা) হালকার সুর

তাওহীদের নিশান উড়ে হাদী মনজিল মাইজ ভাণ্ডারে
আহাম্মদর রহমান বাবা উড়াইতেছে বিশ্ব জুড়ে।
হাদী মঞ্জিল সিংহাসনে, বসিয়াছে আজব শানে,
নিত্তি নিত্তি ফয়েজদানে, তৃপ্তি মিটায় আশেকিরে।
ছাড়িয়া ভবেরি খেলা, সাধুর সংগে করও মেলা,
হাদী মঞ্জিল রসিক মওলা, প্রেম বিলায় সে যারে তারে।
যারও সেই আশায় যাবে, সে আশা তার পূর্ণ হবে
নৈরাশাত কেউ না হবে, দয়া তাহার অকাতরে।
এক পলকও হেরে যারে, দোজাহানে তরায় তারে,
এলমে লদুন জারি করে, নিজকে নিজে চিনতে পারে
হীনও আমিন ধর্ম্মপুরি, বলিতেছি বিনয় করি,
অকুল সমুদ্র পাড়ি, দিও বাবা পার কর।

৪৪ নং গান

(তাল দাদরা) ভাণ্ডারী সুর

আহাম্মদ বাবা মাইজ ভাণ্ডারী ফুল বাগিচার ফুল,
ফুলের গন্ধে প্রেমানন্দে ত্রিজগত আকুল।
যে গিয়াছে ফুলের কাছে, সমনের ভয় দূরে গেছে
প্রেমানন্দে নিত্য নাচে, গুল বাগে বুল বুল।
ফুলের রূপে রসিকগণে, আত্মহারা এই ভুবনে,
প্রাণ ভোমরা মধুপানে, হইয়াছে বেবুল।
কি বলিব ফুলের শান, চন্দ্র সূর্য্য কম্পবান,
হুর ফেরেস্তা জিন ইনচান, করে ছলস্থুল।
ফকির দরবেশ সাদুগণে, মাতওয়ালা ফুলের ঘ্রানে,
নেচে নেচে দাসওগনে, লয় চরণ দুল।

মধুর আশে ধর্ম্মপুরি, চরণ তলে আছি পড়ি,
অকুলেতে পার কাণ্ডারী, দিও মোরে কুল।
খলিফায়ে মাইজ ভাণ্ডারী সৈয়দ আমিনুল হক
ধর্ম্মপুরি শাহ সাহেবের শানে ৩ টা গান দেওয়া হল—

ধর্ম্মপুরির শানে এই ৩ টা গান রচনা করিয়াছে মোহাম্মদ ইনুচ ড্রাইবার প্রযত্নে আলম বাড়ী, গ্রাম ধর্ম্মপুর, ডাকঘর আজাদী বাজার ফটিকছড়ি চট্টগ্রাম।

৪৫ নং গান

(তাল কাহারবা) ভাণ্ডারী সুর

ধর্ম্মপুরি শাহা আমার আমিন বাবা ভাণ্ডারী,
তুমি বিনে নিদান কালে কেনিবে আর উদ্ধারি।
তুমি দাসের কেবলা কাবা, করি তোমার চরন সেবা,
সুলতানুল আউলিয়া বাবা, ভব পারের কাণ্ডারী।
পাপি তাপি দাসগনে, তরাইতে দোজাহানে,
প্রেমের খেলা এই ভুবনে, করিয়া দিল জারি।
তিনি যারে দয়া করে, রহমত বর্ষায় তারে,
এলমে লদুন হৃদ মাজারে, পলকে করে জারি।
নুরের আলো প্রকাশিতে, ভব অন্ধকার নাসিতে,
ধর্ম্মপুরের আশনেতে, বসিল দরবার করি।
বাবাজানের শ্রীচরণে, যে গিয়াছে সরল প্রাণে,
কঠিনও সংকটের দিনে, দিবে তারে পার করি।
আমিন বাবা ধর্ম্মপুরি, পাক নাম আছে জারি,
চল সবে যাই তাড়াতাড়ি, ঐ নামে সাধন কারি।
ইনুচ মিঞা ভেবে বলে, থাকতে রতন নাচিনিলে,
আর কি পাবি ছইলা গেলে, বিশ্ব ভুবন বিছারি

৪৬ নং গান

(তাল গৌর খেমটা) হালকার সুর

(তোরা) দেখে যারে ধর্ম্মপুরে নুরানি নিশান
আমিন ভাণ্ডারী বাবা সৈয়দে সুলতান।
ধর্ম্মপুরের সিংহাসনে, আছেন বাবা আমিন ধনে,
দেখবি গেলে দুই নয়নে, চলও আশেকান।
মোহাধনে ধনি হইয়া, প্রেমের বাজার বসাইয়া,
নুরের বাত্তি জালাইয়া, রত্ন করে দান।
ভাগ্য বন্ত আছে যারা; রত্ন মনি পাইল তারা,
অরসিকা দিসা হারা, জানেনা সন্ধান।
একামনে একা দিলে, হক নামে সাধন করিলে,
হৃদয় চক্ষু যাবে খুলে, ফয়েজ করে দান।
আমিন বাবা ধর্ম্ম পুরি, পাইতে তোমার চরন তরি;
লাখে লাখে নরনারি, হইতে চায় কোরবান।
ভাবিয়া ইনুচে বলে, বিষমও বিপদের কালে,
দয়া করি চরণ তলে, আমার দিও স্থান।

৪৭ নং - গান

(তাল দাদরা) হালকার সুর

নুর মহলের বাদশা আমার আমিন বাবাজান,
দয়া করি নুরি চরণ আমায় কর দান।
আসিয়াছি আশা করি, রাজ দুয়ারে হই ভিখারি,
দাওনা মোরে দয়া করি, রাজ ভিক্ষা দান।
দিয়ে তোমার চরণ তরি, দাসেরে নিও উদ্ধারি,
পারের বেলা পার কাণ্ডারী, হইয়া মেহের বান।
আছেন বাবা ধর্ম্ম পুরে, প্রেমিক বিনে চিনতে নারে,
ছদ্ম বেশে ছায়ের করে, সারাটি জাহান।

যারে চায় দয়া করি, এলমে লদুন করে জারি,
লাখে লাখে নরও নারি, যত আশেকান।
ভক্তি ভাবে ডাকলে তারে, মনের আশা পূরুন করে,
এত্তেহাদী ফয়েজ করে, আশেকিরে দান।
ফুটিয়াছে প্রেমের কলি, মধুর লোভে জোটে অলি,
প্রেমানন্দে গায় সকলি, তোমার গুনও গান।
ইনুচ বলে সত্য জানি, আমিন বাবা গুনও মনি;
বেলায়তের পূর্ণ খনি, আশেকের পরাণ।

শাহজাদায়ে উছুল আজম মাওলানা শাহ ছুপি সৈয়দ শফিউল বশর শাহ (রঃ) মাইজ ভাণ্ডারীর শানে দুইটা গান দেওয়া হল—

গাউছিয়া রহমান মঞ্জিল মাইজ ভাণ্ডার

৪৮ নং–গান

(তাল গৌর খেমটা) ভাণ্ডারী সুর

(সফি মওলারে) দয়া করও হীনও দাসেরে ২ বার
দয়ার আশে পাগল বেশে ঘুরি তোমার দরবারে
তুমিত দয়ার ভাণ্ডারী তব দয়ার সীমা নাই,
ইচ্ছা করলে দিতে পারও দুইকুলের বাদশা বানাই,
অপার মহিমা তোমার তুলনা নাই সংসারে।
তুমি আমার মওলা বাবা আমি তোমার চির দাস,
চরণ ধুলি দিয়ে বাবা পূর্ণ কর মনের আশ,
তোমার চরণ পরশ মনি স্বর্ণ করে লোহারে।
তুমি দয়াল তুমি দাতা তুমি প্রেমের মোহাজন,
কত জনা হয় আউলিয়া কইরে তোমার প্রেম সাধন,
পাপি তাপি পার হইয়া যায় দয়াল নাম সরণ কইরে।
রহমান মঞ্জিলে আছ কইরে রত্ন সিংহাসন,

লাখে লাখে নর নারি পাগল কইরা এই ভুবন,
কত রাজা রাজ্য ছাড়ি ডাকে তোমায় কাতরে।
হীনও আমিন ধর্ম্ম পুরি তব দয়ার লাগিয়া,
দিবা নিশি বসে আছি উদাসিনি হইয়া,
ঘর বান্দিলাম কদমতলা আউয়ালে কি আখেরে।

৪৯ নং গান

(তাল কাহারবা) ভাণ্ডারী সুর

পার কাণ্ডারী মাইজভান্ডারী সফি বাবাজান,
তুমি দাসের নয়ন মনি পরানের পরান।
হৃদয় পিঞ্জরের পাখী, পরদার আড়ে থাকে লুকি,
ছদ্মবেশে মারে উকি, হরিয়া নিল প্রাণ।
মিশিয়া মানব ছুরুতে, খেলা খেলে নানান মতে
মাইজভান্ডার দরবারেতে, দেখও তাহার শান।
দেখি তোমার আজব লিলা, বিশ্ববাসী মাতোয়ালা
বিটহিনির মন উথালা, গাহে তোমার গান।
রহমান মঞ্জিলে বসি, বাজাইল তাওহীদের বাঁশি,
বাঁশীর সুরে মন উদাসি, জিন পরী ইনচান।
যারে চায় এক নজরে, দোজাহানে তরায় তারে,
এলমে লদুন জারি করে, ফয়েজ করে দান।
হীনও আমিন ধর্ম্মপুরী, তোর দুয়ারে প্রেম ভিখারী,
দিও মোরে দয়া করি, প্রেম ভিক্ষা দান।

মাওলানা শাহ ছুপী সৈয়দ মোঃ হাসেম শাহ মাইজভান্ডারী কেবলার স্মরণে –

হাসেম বাবা মাইজভান্ডারী হৃদয় রতন,
দয়া করি দাওনা দাসে নুরানী চরণ।
মাইজভান্ডার সিংহাসন, আহাম্মদী প্রেম বাগানে,

হাসেমি নছব এনে, করিলা রৌশন।
তোমার চরণ পরশমনি, জাতে পাকে রহমানি,
আউয়ালে আখেরে তুমি, জাহেরে বাতুন।
তুমি আমার নয়ন মণি, অন্তরে বাহিরে তুমি,
পরম দাতা গুণমণি, জীবনের জীবন।
মাইজভান্ডারে দরবার করে, রহমত বর্ষণ করে,
লাখে লাখে পার করে, পাপি তাপিগণ।
যে তোমারে চিনিতে পারে, ভয় নাইরে তার ভব পারে
জাতি নুরে কুলব নুরে হবেরে মিলন।
হাসেম মঞ্জিল মাইজভান্ডারে, বহুরূপে খেলা করে,
দেখতে পারে জ্ঞান নজরে, আশেক সতজনে।
হীনও আমিন ধর্ম্মপুরী, কাঁন্দে বাবার চরণ ধরি,
তরাই নিও দয়া করি, বাবা মাওলাধন।

আমার রাছুল মদনি আমার হাবীব মদনি,
আউয়ালে আখেরে আমার তরাই নিবানি।
মউত ছকরাতের কালে, আজরাইল আসি দেখা দিলে
তুমি আসি কুল দেখাইয়া প্রাণ হরিবানি।
প্রাণ ও পাখী উড়ে যাবে, মাটি খাচা পরি রবে;
চতুর দিক কাঁদবে সবাই মায়ার কাঁদনি।
তোমরা আমার আপন হইয়া, সে সময় না কাঁদিয়া
গাউছে নামের গুণ গাহিয়া শুনাই দিবানি।
বরই পাতা গরম জলে, শেষ গোছল করাইয়া দিলে
তোমার হাতে আতর গোলাফ ছিটাই দিবানি।
আল্লাহু আল্লাহু বলে, জানাজা পরিতে গেলে,
তুমি বাতুনে ইমাম সাজি নামাজ পরাইবানি।

কবরে শোয়াইয়া দিলে, মান রাকুকা জিজ্ঞাসিলে,
দাসও বইলে ছোয়াল জবাব করাই দিবানি।
হাসর ময়দান যাহা, বহু সালের পন্থ তাহা,
(তোমার) বোরাকে ছওয়ার করাই পলকে নিবানি।
বার সুর্য্যের গরম দিলে, মাটির জমি তামা হলে,
দামান তলে রাখি তোমার ছায়া দিবানি।
মিজানেতে ওজন দিলে, নেকির পাল্লা কম হইলে,
গোলাম বইলে নেকির পাল্লা ঝুকাই দিবানি।
পুলছেরাত নিষম রাহা, কেমনে পার হইব তাহা,
খেদমত করিবার জন্য সঙ্গে নিবানি।

মাওলানা শাহ ছুপি সৈয়দ গোলাম ছোবাহান শাহ মাইজ ভাণ্ডারী ছাহেব কেবলার স্বরনে

(আমার) সুলতানুল আউলিয়া বাবা শাহা ছোবাহান,
মাইজ ভান্ডার দরবারেতে দেখও তাহার শান।
মাইজ ভাণ্ডারে আশন করি, বসিল দুনিয়া জুরি,
পাপি তাপির মুক্ত কারি, বড় মেহের বান,
অনন্ত মহিমার খেলা, দেখায় কত খোদাই লিলা,
নুরে আলম নুরি মাওলা, নুরানি নিশান।
মাইজ ভাণ্ডারে প্রেমের খান, পাইয়া রত্ন হইবে ধনি,
ছোবাহান বাবার পদ ও চুমি, কত আশেকান।
প্রেমের খেলা প্রচার করে, আছেন যারা পর্দ্দার আরে
মন পরীক্ষা করিবারে, আশেকের ঈমান।
ছোবাহান বাবার চরন তলে, সে মজিল খাটি দিলে,
বরজ খেতে দিদার মিলে, ফয়েজ করে দান।
ছোবাহান মঞ্জিল মাইজ ভান্ডারে, কে যাবি চল তরা করে,
ডাকিতেছে তরিবারে, গাউছে দোজাহান।
বাবাজানের চরন ধরি, আছে আমিন ধর্ম্মপুরি,
পার করাবে মাইজ ভান্ডারী,
আসিলে তুফান।

আশেক ও মাস্তুকের খেলা খেলবরে হাসরের বেলা,
ঐ খেলাতে করব পাগল বিশ্ব মহান আল্লাহ তালা।
তোমার সনে প্রেম ও করি, ভবের মায়া দিলাম ছাড়ি,
নিত্য জপি হক ভাণ্ডারী, গলাতে কলংকের মালা।
আসর ও ময়দান হবে, বাহাত্তুর খাতার ও হবে,
দেখিয়া সব অবাক হবে, প্রেম ও খেলার কিমামেলা।
আল্লা যখন কাজি হইয়া, বিছারে বসিবে রহিয়া
বিছার দিব উড়াইয়া, বাজাইয়া ডোলক বেলা।
মইয়ুরের পেকম ধরি, নাচ করিব ঘুরি ঘুরি,
আশেক মাস্তুক জরা জরি, দেখাব অপুর্ব্ব লিলা।
তোমার আমার খেলা দেখি, আর্শ কুরছি ঝিকি মিকি,
হাসরি সব হবে সুখী, হুর ফেরস্তা মন উতালা।
আশেকের খেলা দেখিয়া, আল্লা রাছুল অবাক হইয়া,
আর্শে বসি রবে চাইয়া; প্রেম ও খেলায় মাতোয়ালা।
সেই দিন কি আর বিছার আছার, আল্লা নিজে হয় বেকারার
খেলব খেলা কি চমৎকার, আমারাত ভানডারীর চেলা।
আউলিয়া আম্বিয়া গণে, আশর্য্য ভাবিবে মনে,
আশেকিদের এস্কের টানে মিটে গেল ও সব জামেলা।
তোমার এস্কে আমিন ফানা বেহস্ত দোজখ দারদারেনা,
আমি খাচা তুমি ময়না, আছি তোমার খদম তলা।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

প্রেমের তরঙ্গ

আমিন গীতিকা

বই প্রাপ্তি স্থান ঃ

১। প্রোঃ মোঃ আবু বক্কর ছিদ্দিক
প্রযত্নে ঃ দেশপ্রিয় লাইব্রেরী এণ্ড ষ্টোর
পোঃ আজাদী বাজার, ধর্মপুর
উপজেলা ঃ ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

২। শাহজাদা সৈয়দ আহমদর রহমান
আল হাছানি
প্রযত্নে ঃ হাদী মঞ্জিল,
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ।

মূল্য ঃ দশ টাকা মাত্র।